এবং প্রান্তিক

An International Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Journal
SJIF Approved Impact Factor : 7.16
Vol. 8th Issue 17th, May, 2021

সম্পাদক

আশিস রায়

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
An International Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Journal
SJIF Approved Impact Factor : 7.16
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 8th Issue 17th, May 2021, Rs. 650/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ
৮ম বর্ষ ও ১৭ তম সংখ্যা
৩১ মে, ২০২১

ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিষ্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২

সার্বিক সহয়তা - সৌরভ বর্মন
ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৬৫০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী,

ড. মোনালিসা দাস, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল, ড. মনোজ মণ্ডল

প্রধান সম্পাদক

ড. আশিস রায়

সহ-সম্পাদক

ড. টুম্পা রায়

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. তানিয়া হোসেন (ওয়েসদা বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. অজন্তা বিশ্বাস (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. হোসনে আরা জলী (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. চন্দন আনোয়ার (নোয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. দীপঙ্কর মল্লিক (রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)

ড. বিনায়ক রায় (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. ফাহমিদা সুলতানা তানজী (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. মৃন্ময় প্রামাণিক (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. ইনতাজ আলী (নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সূচিপত্র

ষাট-সত্তরের বাংলা উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি
সেলিম বক্স মন্ডল ১৩

আত্মদর্শী ফেইড্রা : নিমগ্ন বীক্ষণ
ফাহমিদা সুলতানা তানজী ২১

বাংলা নাটকে আধুনিকতা : মাইকেল মধুসূদন ও দীনবন্ধু
অনির্বাণ সাহু ৩৩

দাম্পত্য সম্পর্কের রসায়ন এবং অনিতা অগ্নিহোত্রীর চারটি ছোটগল্প
হাসনারা খাতুন ৪১

গল্প, উনিশ শতক এবং ছোটোগল্পের সম্পর্ক
সারমিন রহমান ৫০

মৃণাল সেনের 'খারিজ' : চাকর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির
সম্পর্কের বাস্তব চিত্রায়ণ
অলোক বিশ্বাস ৮০

জল সংস্কৃতিঃ প্রসঙ্গ কোচরাজবংশী ব্রত
কৃষ্ণকান্ত রায় ৮৯

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ : মানবধর্ম ও ঔপনিষদিক সম্পর্কের আলোকে
অজয় কুমার দাস ১০১

আদিম : নতুন সম্পর্কের আখ্যান
রচনা রায় ১২১

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ
আকাশ বিশ্বাস ১২৯

নাড়ির টান: সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কলমে সম্পর্কের এক আমোঘ বন্ধন
সোমা দাস (চৌধুরী) ১৩৬

রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাস : দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন
অচিন্ত্য দে ১৪৪

রাজকৃষ্ণ রায় : নাট্যকার ও থিয়েটার মালিক
নিরুপম ব্যানার্জী ১৫৩

রবির সত্য, সত্যর রবি : রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিতের পারস্পরিক সম্পর্কের খতিয়ান
স্বরূপ দত্ত ১৬০
বাংলায় বৈষ্ণব-সংস্কৃতির পট পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে নরহরি সরকার ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের সম্পর্ক
পুরঞ্জয় তন্তুবায় ১৬৯
আলোক সরকারের কবিতা ও কাব্যভাবনার পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কবির বিশিষ্টতার পর্যালোচনা
শৌভিক পাল ১৯১
বাংলা শিশু সাহিত্য ও রবীন্দ্রসাহিত্যে শিশু মনস্তত্ত্ব
সুমন্ত চন্দ ২০৬
মা ও সন্তান সম্পর্ক : প্রসঙ্গ মনোজ মিত্রের নাটক
চন্দন কুমার সাউ ২১৬
দুই বিশ্ব নাগরিক এবং তাঁদের শিক্ষা ভাবনা পারস্পরিকতা ও প্রতি তুলনায় রবীন্দ্রনাথ ও জন ডিউই
পঞ্চানন দেওয়াশী ২২৮
প্রচলিত বাংলা প্রাইমার ও মুসলমানি বাংলা প্রাইমার : সম্পর্কের (অ)মিল
রাকিব ২৪০
পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু বনাম স্থানীয়ঃ পারস্পারিক সম্পর্ক ও আন্তঃসম্পর্কের ইতিহাস
সঙ্ঘমিত্রা দাস ২৫১
বহুত্ববাদী ভারতীয় সমাজের জাতীয়তাবাদী চেতনায় স্বামী বিবেকানন্দ
অহিন রায়চৌধুরী ২৬০
‘অমৃত’ পত্রিকা : রবীন্দ্রনাথের সাথে সমকালের বিশিষ্ট মনীষীগণের সম্পর্ক
সন্ধ্যা মন্ডল ২৭১
দক্ষিণ ২৪ পরগণার লোকসংস্কৃতিতে প্রচলিত ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদের সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক
ধীমান মণ্ডল ২৮৪

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও তাঁর গ্রন্থাগার সম্পর্কিত ভাবনা
রেখা মণ্ডল ২৯৪
লোকসংস্কৃতির আলোয় লৌকিক দেবদেবী, পার্বণ-গ্রামীণ মেলা, টেরাকোটা শিল্প : পারস্পারিক সম্পর্ক ভিত্তিক আলোচনা
জয়ন্ত মণ্ডল ৩০৫
সমাজতত্ত্ব ও সমাজকর্মের মধ্যে সম্পর্ক
জয়দেব বেরা ৩১৬
কুসুমকুমারী দাস : অধ্যাত্মসাধনার মন্ত্রে দীক্ষিত এক কবি
উত্তম বিশ্বাস ৩৩০
ভারতীয় সমাজ, শিক্ষা এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর চিন্তাধারার প্রাসঙ্গিকতা
কস্তুরী কর ৩৩৮
সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: প্রান্তিক জীবন-সম্পর্কের অনন্য আখ্যান
প্রসেনজিৎ রায় ৩৫১
সম্পর্কের উত্তরণে পাঞ্চালী যখন পাণ্ডবপ্রিয়া
সৌমিতা মুখার্জ্জী ৩৬০
কালচেতনার নিরিখে আধুনিক বাংলা কবিতা : বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়
সীমা পুরকাইত ৩৭২
বাংলায় ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্ত (১৭৭২-১৭৯৩): ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
কালীকৃষ্ণ সূত্রধর ৩৯১
জীবন-দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য ও সম্পর্কের পরিণতি: জয় গোস্বামীর 'শয্যাগত' অবলম্বনে
প্রতিম দত্ত ৪০১
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাশ্চাত্য সম্পর্ক
সিদ্ধার্থ ঘোষ ৪১০
উনবিংশ শতকে বাংলার সমাজ ও ইনডেনচার সিস্টেম : নারাচ উপন্যাসের আলোকে
অসীম কুমার মৃধা ৪১৭
দেশভাগ ও স্বদেশপ্রেমের আলোকে সমরেশ মজুমদারের অনুপ্রবেশ
আবদুল্লা রহমান ৪২৫

সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাতঃ মন্দাক্রান্তা সেনের 'ঝাঁপতাল'
শম্পা সিনহা বসু ৪৩৮
সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নারী
স্নিগ্ধা চট্টোপাধ্যায় ৪৪৫
আদিবাসী জীবনে জীবিকা ও গানের দ্বিরালাপ
চন্দনা সাহা ৪৫৪
কবি ভবপ্রীতানন্দ ওঝার ঝুমুর ও বৈষ্ণব পদাবলী :
একটি তুলনামূলক আলোচনা
ওম প্রকাশ সিংহদেও ৪৬২
'কবি'র লোকসংস্কৃতিঃ একটি নিবিড় অনুধ্যান
অসীম হালদার ৪৬৯
জগদীশ গুপ্তর 'অরূপের রাস' : Fetishism বা
'বস্তুকাম' সম্পর্কের রসায়ন
শান্তনু দলাই ৪৮৫
দিব্যেন্দু পালিতের ছোটগল্প : নাগরিক মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের বিপর্যয়
প্রহ্লাদ রায় ৪৯৫
দেশভাগ: দ্বি-জাতি সম্পর্ক-একটি পর্যালোচনা
পায়েল নন্দী ৫১৪
দ্রবময়ীর সম্পর্ক
শর্মিষ্ঠা ঘোষ ৫২১
নাচনী : লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষিতে
অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী ৫৩১
প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের মহিলা সম্পাদিত কালপত্র-পত্রিকার
সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য পর্যালোচনা
শুভ্র সরকার ৫৩৮
প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের সাধারণ বাঙালি পরিবারে পারস্পরিক সম্পর্ক
গার্গী বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪৪
রবীন্দ্রভাবনায় কালিদাসের সাহিত্য কৃতির সম্পর্ক অনুসন্ধান
সুকন্যা সরকার ৫৫৪

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা কাহিনিতে সম্পর্কের জটিল জাল
ললিতা রায় ৫৬১
মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে পরকীয়া সম্পর্ক
শ্রেয়া মণ্ডল ৫৬৯
পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে প্রযুক্তিগত পরিষেবার চিত্র:
একটি তুলনামূলক আলোচনা
হীরক ঘোষ
ইন্দ্রজিৎ ঘোষ ৫৭৯
মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ : একটি নারীবাদী পর্যালোচনা
সৌতি বসু ৫৯০
সেক্স, পর্নোগ্রাফী ও বাঙালীর যৌনতা : একটি সামাজিক মূল্যায়ন
উৎকলিকা সাহু ৬০৫
সবুজ বিপ্লব ও ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা : পারস্পরিক সম্পর্কের
এক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
অঞ্জন ঘোষ ৬১৯
সন্তোষকুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি' ও 'সুধার শহর' :
সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা
সুব্রত পাল ৬২৬
লোকশিক্ষা ও টুসু গান
সুমন্ত মন্ডল ৬৩৪
মহিয়সী অঘোরকামিনী : নারী জাগরণের এক উজ্জ্বল দূত
দীপংকর বিশ্বাস ৬৪৪
A study on Indian Culture in South East Asia under
the Shailendra Dynasty
Ganesh Das ৬৬১
Conditions and Requirements of Marrital Relationship
in The Society of Kathasaritsagara
Suhrid Chakraborty ৬৬৮

Dalit Votebank and a New face of Electoral politics in India: A Case Study of West Bengal
Avishek Biswas ৬৭৫

Sunil Ganguly's *East West* and V.S. Naipaul's *A House for Mr. Biswas*: Relatedness in the Literatures of Partition and Diaspora
Tamali Neogi ৬৮২

REFLECTION OR REFRACTION: History and Biography in Indian Cinema
Somshankar Ray ৬৯৯

Introspecting the Relation between Ethics and Politics: Key Concerns and Future Ahead
Kunal Debnath
Souvik Chatterjee ৭১০

Significance of the Basics: Charlie Chaplin and the Culinary World
Dr. Ajanta Biswas
Ritaja Mukherjee ৭২০

Study on Personality Profile of Selected Girl Students
Amit Dey
Susanta Sarkar ৭২৯

দাম্পত্য সম্পর্কের রসায়ন এবং অনিতা অগ্নিহোত্রীর চারটি ছোটগল্প

হাসনারা খাতুন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার : *বর্তমান টাচ ওয়ার্ল্ডের যুগে সম্পর্কের বাঁধনগুলো শিথিল হয়ে পড়ছে অবিরত। খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাওয়া যায়, সুস্থ-সুন্দর সম্পর্কগুলো কীভাবে মানুষের বিকৃত মানসিকতার বলি হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। এই পরিস্থিতিতে দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত্তিটিও নতুন করে 'দাখিলা' নিতে চাইছে। একুশ শতকের অতি আধুনিক জীবনধারায় দাম্পত্যের বন্ধন কী ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে? নাকি সেক্ষেত্রেও তৈরি হচ্ছে নতুন কোন রসায়ন? সোস্যাল মিডিয়ার বাড়বাড়ন্তের যুগে, নারী-পুরুষের বিশ্বাসের ওপর ভর করে গড়ে ওঠা এবং টিকে থাকা দাম্পত্যের বহুমাত্রিক রূপ হাজির করেছেন অনিতা অগ্নিহোত্রী, তাঁর ছোটগল্পগুলির মধ্যে দিয়ে। এই নিবন্ধে সেই দিকটিই আলোচনা করা হয়েছে।*

সূচক শব্দ : *দাম্পত্য সম্পর্ক, আধুনিক জীবন-যাপন, সম্পর্কের জটিলতা, মানসিক অবসাদের কারণে দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত্তি নড়ে যাওয়া, বিচ্ছেদের মুক্তি এবং বিরহের যন্ত্রণা*

মূল নিবন্ধ :

"সন্ধেবেলা ঝগড়া হবে, হবে দুই বিছানা আলাদা
হপ্তা হপ্তা কথা বন্ধ মধ্যরাতে আচম্‌কা মিলন
পাগলী, তোমার সঙ্গে ব্রহ্মচারী জীবন কাটাব
পাগলী, তোমার সঙ্গে আদম ইভ কাটাব জীবন।"[১]

পাঁচালী: দম্পতীকথা/জয় গোস্বামী

চূড়ান্ত ঝগড়াঝাঁটির মাঝে 'মধ্যরাতের আচমকা মিলন' আবহাওয়ার পারদ নামিয়ে দাম্পত্যের নতুন সকাল নিয়ে এলো; সেই সঙ্গে আর এক ঝগড়ার্ সূত্রপাতও। সেক্ষেত্রে অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২) হয়তো বলবেন, ঝগড়া-ঝাঁটির সময় একবার তাৎক্ষণিক 'ডিভোর্স' হয়ে যাক। তারপর রাগ কমলে আবার না হয় মিলনের 'লেখাপড়ি' তৈরি করে নেওয়া যাবে।[২] শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত দম্পতির ক্ষেত্রে দাম্পত্য

সম্পর্কের নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি না থাকাই আধুনিকতা। বোঝা গেল। তবে হাজার বছরের 'পৌরুষ'কে শিথিল করিবে কেমনে! যেখানে পঁচিশ তলার ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাট থেকে দামি গাড়িতে চড়ে পার্টিতে যাওয়ার আগে ম্যাডামকে শরীরের কালসিটে দাগ ঢাকার জন্য মেকআপের প্রলেপ লাগাতে হয়, সেখানে কানুনের কোন ধারাই যে 'ফাউন্ডেশানে'র সমকক্ষ হতে পারে না। আবার কোন ক্ষেত্রে উষ্ণতাহীন সম্পর্ককে বয়ে নিয়ে যেতে হয়, মেকি হেসে সোস্যাল মিডিয়ায় ছবি দিতে হয়। আধুনিক মানুষ নিঃসঙ্গ নিরুপায়, অসহায়। দাম্পত্যের বন্ধনে তার হরেক কিসিমের 'হওয়া' 'না-হওয়া' কে হাজির করেছেন অনিতা অগ্নিহোত্রী (জন্ম-১৯৫৬)। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ঠেলায় দাম্পত্যের হেঁসেলে পরিবর্তন এসেছে বৈকি! তবে পৌরুষের দোর্দণ্ডপ্রতাপ অভিব্যক্তি প্রকাশের স্থল হিসেবে স্ত্রীর ওপর নির্যাতনের প্রশান্তি আজও বিলুপ্ত হল কই! পরিবর্তিত জীবনধারায় নারী আজ কর্মক্ষেত্রের অঙ্গনে প্রবেশ করছে ঠিকই, দাম্পত্য সম্পর্কের বন্ধনে এখনও সে সমানাধিকারের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছাতে কি পেরেছে? বর্তমান সময়ের অতিপরিচিত লেখক, অনিতা অগ্নিহোত্রীর রচনায় সেই সম্পর্কের বুনন পেয়েছে আলাদা মাত্রা। এক্ষেত্রে তাঁর চারটি গল্পের ('সম্ভবত মুক্তি বিষয়ক', 'পিঞ্জর', 'হ্রদ', 'নিস্ফলা') প্রসঙ্গ আমরা আলোচনায় আনবো।

অভিজ্ঞতার ঝুলি আর কল্পনার মেল-বন্ধনের এক নিবিড় বুননই সাহিত্যের চেহারা নেয়। সে চেহারা তো আসলে সম্পর্ক স্থাপনেরই ফল। তারপর পাঠকের দরবারে আর এক সম্পর্ক স্থাপনের পালা। শব্দরাজির সঙ্গে ভেসে ওঠা ছবি পাঠকের জীবনের ভাস্বর হয়ে ওঠে। অনিতা অগ্নিহোত্রীর গল্পগুলিতে সেই স্বাদ পাঠকেরা অনুভব করতে পারেন। সেই সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের রসদও। ওড়িষার আদিবাসী সমাজের গল্প হোক বা মহারাষ্ট্রের আখকাটাই শ্রমিকের কথা – অনিতা অগ্নিহোত্রীর কলম কোথাও 'কম্প্রমাইজ' করেনি। তবে আধুনিক জীবন যন্ত্রণার ছবিও যে সেখানে আলাদা মাত্রা পাবে, তা বলা বাহুল্য মাত্র। সেখানে দাম্পত্য সম্পর্কের বিভিন্ন মাত্রা নিয়েই আমাদের এই আলোচনা। প্রতিষ্ঠিত দম্পতির উত্তাপহীন সম্পর্ক, বিবাহ বহির্ভূত প্রেম, সন্দেহের অতিমাত্রা, শারীরিক নির্যাতন, উন্মাসিক ব্যবহার, হত্যা বা আত্মহত্যায় বাধ্য করা – দাম্পত্য সম্পর্কের নানা জটিলতার ইঙ্গিত মেলে অনিতা অগ্নিহোত্রীর গল্পে।

২

'সম্ভবত মুক্তি বিষয়ক' গল্পটি একটি বিচ্ছেদের গল্প। সুমন্ত্র আর বুলবুলির দাম্পত্য জীবনের ইতি ঘটার গল্প। গল্পের শুরুতেই আমরা দেখেছি সুমন্ত্র অসময়ে বাড়ি ফিরছে।

পরে ঘটনাক্রমে আমরা জানতে পারছি, সেদিন তার ডিভোর্সের দিন ছিল। কোর্ট থেকে সরাসরি বাড়িতে চলে গেছে সে। বুলবুলির স্মৃতি জড়ানো বাড়িটায় সুমন্ত্র বড় একা বোধ করে। অথচ তেমনটা হওয়ার তো কথা ছিল না। তাদের সম্পর্কের উষ্ণতা তো অনেক দিন আগেই উবে গিয়েছিল। দুজনেই চেয়েছিল, ডিভোর্স নামক মুক্তির স্বাদ নিতে। কিন্তু সুমন্ত্রের আজকের এই অনুভূতির জায়গাটা একটু আলাদা, একটু বেদনাদায়ক, একটু চিনচিনে ব্যথা দেয়। বাড়ির প্রত্যেকটা জিনিসে সে বুলবুলির স্পর্শ অনুভব করতে চেষ্টা করে। তার তানপুরাটাকে যত্ন করে ডিভানের ওপর শুইয়ে রাখে। সেটাকে স্পর্শ করে বুলবুলির অস্তিত্ব খোঁজার চেষ্টা করে। প্রেমের সম্পর্ককে পরিণতি দিতে যারা বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল, সেই বিয়ে নামক বন্ধনের শেষ পরিণতি, বিচ্ছেদ। সম্পর্কের এই ছেঁড়া অভিজ্ঞতা নিয়ে সুমন্ত্র কি আবার 'ব্যাচেলারে'র দলে ভিড়তে পারবে? বুলবুলির মধ্যেও কি সুমন্ত্রকে ঘিরে বিচ্ছেদের কোন সুর বাজছে? নাকি সে ছোটবেলার বন্ধুর সঙ্গে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার দিকে অগ্রসর হবে? সুমন্ত্রের মধ্যে চলে এক কাল্পনিক কথোপকথন –

"আচ্ছা, বুলবুলি কীভাবে বলবে? ...
... হ্যাঁ রে, পেয়ে গেছি। বাব্বাঃ কেশ যেন আর শেষ হয় না ...
অথবা, মাসিমণি, শোন, আয়্যাম ফ্রি! কি দারুণ না...
অথবা, কিছুই না বলে চুপ করে থাকবে। পারবে না বুলবুলি?"[৩]

পাঠকের মনে প্রশ্নগুলো গেঁথে দিয়ে গল্পকার সুমন্ত্রকে ঘুম পাড়িয়ে দেন। আধুনিক মানুষের এই বিচ্ছেদ, একাকিত্ব এবং নিঃসঙ্গ অনুভূতিই 'সম্ভবত মুক্তি বিষয়ক' গল্পটির মূল বিষয়বস্তু। গল্পটিতে মুক্তির সংজ্ঞাটিকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়।

'পিঞ্জর' গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক গল্প। দাম্পত্য সম্পর্ক, প্রেম সন্দেহ, সেখান থেকে বিকার, শারীরিক নির্যাতন এবং মৃত্যু – এই হল 'পিঞ্জর' গল্পটির মূল বিষয়। পিঞ্জর অর্থাৎ খাঁচা যেখানে কাউকে বন্দি করে রাখা হয়। গল্পের শুরুতে আমরা দেখি, বুড়ো কেশব তার পুরোনো বাড়িতে যাচ্ছে। সে বাড়ি বিক্রি করতে। টাকাপয়সার লেনদেন আগেই হয়ে গেছে। সেদিন শুধু বাড়ির চাবি হস্তান্তরের পালা। নিজের ফেলে আসা পুরোনো বাড়িতে যেতে যেতে কেশবের মনে ভেসে ওঠে পুরোনো স্মৃতির ডালি। কিশোরী, তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী। কিশোরীর মধ্যে ছিল এক আকর্ষণী শক্তি। আর ছিল রূপের বাহার। সেটাই ছিল কেশবের অশান্তির মূল কারণ। কিশোরী কেশবকে ভালোবাসলেও, কেশবের মনে তখন ঢুকে গেছে সন্দেহের বীজ। বাইরের লোক তো

বটেই এমনকি নিজের ভাইদের সঙ্গেও কিশোরীর কথা বলা, হাসি ঠাট্টা করাকে বিষ নজরে দেখতে লাগল। আসলে সম্পর্কের মূল সম্পদ হল বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের কোঠায় সন্দেহের ভার বেশি হতে শুরু করল। সেই সন্দেহ একদিন চূড়ান্ত রূপে প্রকাশ পেল, শারীরিক অত্যাচারের মাধ্যমে। ট্রেনে করে ফেরার সময় অচেনা এক লোক কিশোরীকে বাদাম ছাড়িয়ে খাইয়েছিল। সেই দেখে রক্তচক্ষু কেশব বাড়িতে এসে কিশোরীকে মারধর করে। তারপর থেকে রটে যায় কিশোরী বেপাত্তা। কেশব দ্বিতীয়বার বিয়ে করে। কিন্তু কিশোরীর স্মৃতি মন থেকে সরাতে পারেনি। পুরোনো বাড়িও ছেড়ে চলে যায়। তারপর বহু বছর কেটে গেছে। কেশব এসেছে সেই বাড়িতে। এর আগে যদিও বাড়ির নতুন মালিক বহুবার তাড়া দিয়েছে, বাড়িটা হস্তান্তর করার। কিন্তু কোন না কোন কারণ দেখিয়ে কেশব এড়িয়ে গেছে। আসলে এই বাড়িতেই ছিল কিশোরীর প্রাণহীন শরীর। কেশবের হাতে মার খাওয়ার পর সে আত্মহত্যা করে। তার লাশকে রান্নাঘরের মেঝেতে পুঁতে রাখে কেশব। কুড়ি বছর পর সেই লাশকে, যা এখন কয়েক খণ্ড হাড়ে পরিণত হয়েছে, বাক্সবন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। সেই বাক্স নিয়ে কোথায় যেত তা স্পষ্ট করে বলা নেই তবে তার আগেই বাসে কন্ডাক্টার তাকে নামিয়ে দেয়। কেশবের অন্তরের ভালোবাসা ডুকরে ওঠে,

> *"খুব চেয়েছিলাম রে, বউ, তোকে, নিজেই জানিনি কত। রঙ, রক্ত, মাংস, রূপ সব ছিঁড়ে খুঁড়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল চাইতে চাইতে। ঘুমের মধ্যে দীর্ঘ এক রেলগাড়ি কেশব আর কিশোরীকে নিয়ে ছুটতে থাকে, ছুটতেই থাকে দিগন্তের দিকে।"*[৪]

এক অজানার উদ্দেশ্যে তারা যাত্রা করে। রক্ত, মাংস, রূপ, রঙ, গন্ধ – কিছুই যেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না।

'হ্রদ' গল্পটিতে হ্রদ আসলে বহুদিন আগে ঘটে যাওয়া এক হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের একটি অঞ্চলেই এই হ্রদের অস্তিত্ব। গল্পের কথক অতনু এবং তার স্কুল বেলার বন্ধু সুজিতের নানা স্মৃতির কথা উঠে এসেছে গল্পের কথকের বর্ণনায়। সেই সুজিত নিরুদ্দেশ। তার মায়ের একান্ত অনুরোধে অতনু বেরিয়েছেন সুজিতের খোঁজে, সঙ্গে সুজিতের স্ত্রী অ্যানা এবং কুকুর টাও। পথে যেতে যেতে কথকের স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে টুকরো সব স্মৃতি। বদমেজাজী সুজিত মেয়েদের মহলে বেশ জনপ্রিয় তার শারীরিক সৌন্দর্যের জন্য। অন্যদিকে কথক অতনু ছিল, 'রোগা', 'বেঁটে'। একবার মেয়ে ঘটিত কারণেই কথককে মারধোর দেয়। থানা-পুলিশ অব্দি

গড়িয়েছিল সেই ঘটনা। তারপর আঠারো বছর কেটে গেছে। অতনু এখন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। সুজিতের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। কারণ প্রতিযোগিতার বাজারে সে টিকে গিয়েছিল, "যাকে মুঠোয় আনতে না পেরে অন্ধ রাগে সুজিত"[৫] তাকে মেরেছিল, সেই শ্যামলা এখন তার বউ। "শান্ত বন্ধুত্বের পথ ধরে ফলে-ফুলে ভরে উঠেছে দাম্পত্য।"[৬] তার মায়ের অনুরোধে আবার বহু বছর পর সুজিতের অনুসন্ধানে চলেছে সে। অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই হ্রদের ধারে একটা হোটেলে থাকতে আসে অতনু আর সুজিতের স্ত্রীর পরিচয়ে আসা একটি মেয়ে। সেখানেই সে আবিষ্কার করে সুজিতের স্ত্রী অ্যানার পরিচয়ে যে মেয়েটি তার সঙ্গে এসেছে, সে আসলে অ্যানার বোন ফ্রিডা। অ্যানাকে সুজিত হত্যা করে এই হ্রদের ধারেই পুঁতে দিয়েছে এবং নিজে নাম ভাঁড়িয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। পরে পুলিশের তৎপরতায় সুজিতকে গ্রেপ্তার করা হয়। যে শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে অতনু মেয়ে মহলে পাত্তা পেত না এবং সুজিত বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতো, সেই সুজিত আজ জেলের চার দেওয়ালের অন্ধকারে। আর অতনু জীবনের খাতায় ফুল মার্কস পাওয়া। বন্ধুত্বের সম্পর্ক সুজিত কোনদিন মান্যতা দেয় নি। এমনকি দাম্পত্যের সম্পর্কও টিকিয়ে রাখতে পারেনি। তার দম্ভই তার পরিণতির কারণ।

'নিস্ফলা' গল্পটিতে দাম্পত্যের অন্য রসায়ন দেখি। সেখানে একজন লোক শূচিবায়ু-র দ্বারা আক্রান্ত। পাশাপাশি অহং বোধের কারণে নিজের প্রতি অন্ধ মোহ। যে কারণেই শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েও, চাকরি ছাড়েন। সিদ্ধান্ত নেন, স্বাধীন ব্যবসা খোলার। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে না। "দ্বিগুণ উৎসাহ ও ধৈর্যের সঙ্গে সে বাড়িটাকে শোধরাতে আরম্ভ করে দিল। তারপর ব্যবসার ইচ্ছে কেমন যেন তলিয়ে, হারিয়ে গেল মনের মধ্যে। আবার কে ব্যাঙ্কে যায়, জমি দেখে, মালপত্র কেনে।"[৭]চাকরি ছেড়ে বাড়িতে কয়েকদিন থাকার পরেই তার মনে হয়, সংসারে সব কিছুই অগোছালো, অপরিষ্কার। সে লেগে যায়, সেই সব পরিষ্কারের ভিড়ে। বাড়ির শিশি বোতল পরিষ্কার করতে, জামা কাপড় ইস্ত্রি করতেই সময় চলে যায়। ধীরে ধীরে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলের উপস্থিতি তার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। সংসারের মানুষগুলোর ছায়া এড়ানোর জন্য বাড়ির মাঝখানে দেওয়াল তুলে দেয়। এভাবেই একাকিত্বের গণ্ডিতে সে নিজেকে বেঁধে ফেলে এবং একদিন মারা যায়। মৃত্যুর পর তার স্ত্রী মেয়ে এসে তার ঘরে যখন দেখে আলমারি ভর্তি থরে থরে সাজানো তাদের শাড়ি জামা ফ্রক, প্রত্যেকটি জিনিস পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা, তখন সেই লোকটির প্রতি একটি সম্ভ্রমবোধ জেগে ওঠে। এখানে দাম্পত্য সম্পর্ক বা বাৎসল্য সম্পর্কের যে ছবি দেখানো হয়েছে, তাতে আধুনিক

মানুষের নিঃসঙ্গতা ও উত্তাপহীন সম্পর্ককেই তুলে ধরা হয়েছে। আসলে আধুনিক মানুষ এই সম্পর্কগুলোর বোঝা বয়ে নিয়ে যেতে অপারগ। ঐ লোকটা বা তার স্ত্রী বা মেয়ে কেউই সম্পর্কের দায়কে স্বীকার করেনি। এর সবথেকে বড় কারণ হল অর্থনৈতিক। লোকটি চাকরি ছাড়ার পর তার স্ত্রী এক চাকরিতে ঢোকে, সংসারের পুরো খরচ সেখান থেকে না এলেও, বাকিটা আসত স্ত্রীর বাপের বাড়ি থেকে। এই নির্ভরশীলতার জায়গাটা কোথাও যে বিচ্ছেদের পরিধিটিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। যা, একটা নিস্ফলা সম্পর্কের জায়গা তৈরি করে দিয়েছিল।

৩

"যদিদং হৃদয়ং মম,তদস্তু হৃদয়ং তব।।" হৃদয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অবশ্য আইনের আশ্রয় রয়েছে। ফলে, সুমন্ত্র আর বুলবুলির বিছানায় যখন 'আচমকা মিলন' হলো না, তখন বিচ্ছেদের রাস্তা খোলাই ছিল। তাতে জটিলতা আসেনি ঠিকই, তবে আইন আর মন যে আলাদা পথের পথিক! 'সম্ভবত মুক্তি বিষয়ক' গল্পটি আইনি বিচ্ছেদের গল্প। সেই বিচ্ছেদের আকাঙ্ক্ষা ছিল, সম্ভাব্য মুক্তি। অর্থাৎ মুক্তি মিললেও মিলতে পারে। কিন্তু অঙ্ক মিলল না। মুক্তির আনন্দকে ম্লান করে দিল বিচ্ছেদের চিনচিনে ব্যথা। একা সুমন্ত্র, ফাঁকা বাড়ি আর বুলবুলির স্পর্শের শ্রাবণী মেঘ – বিরহের উদ্দীপন বিভাব। বিচ্ছেদনামায় যে সম্পর্ক শেষ হয় না, সেটাই যেন সুমন্ত্রের অভিব্যক্তি দিয়ে লেখক বোঝাতে চাইছেন। বুলবুলির তানপুরাটা পরিষ্কার করে, সেটাকে ডিভানের ওপর রেখে 'চুপ করে যন্ত্রটার পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে রইল ডিভানে।' অথচ তাদের মধ্যে 'নিস্ফল মাথা খোঁড়াখুঁড়ি' করতে হয়নি। "এক জ্যোৎস্না রাতে তারা হঠাৎ পরস্পরকে আবিষ্কার করল— স্পর্শ-সম্পর্কহীন, বিচ্ছিন্ন অসহায়..."[৮]বয়ে বেড়ানো সম্পর্কের পরিবর্তে তাদের নতুন পরিচিতি। সুমন্ত্রের প্রশ্ন জাগে, সেকি এখন 'এলিজিবল ব্যাচেলার'? এরপর যদি কোন অবিবাহিত বা বিবাহ বিচ্ছিন্ন কোন নারী তাকে কামনা করে, তাহলে সে আপত্তি করবে না, সাড়া দেবে। তবে, মনের বিচ্ছেদ বেদনার ঘা'য়ে জ্বালা বাড়াতে অভিমন্যু আর বুলবুলির কল্পিত মিলনের ছবি আক্ষেপের সুরকে জাগিয়ে তুলবে না কি? সুমন্ত্র ভাবনার গতি হারায়, সে ঘুম চায়। পাশে চায়, বুলবুলি না হোক তার তানপুরাটাই সই। গায়ের চাদরটা তানপুরার ওপর জড়াতেও ভোলে না। আধুনিক মানুষ, নিঃসঙ্গ, একা; আধুনিক মানুষ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করলেও তার স্বরূপ আত্মস্থ করতে পারে না।

বন্ধন, ক্ষেত্রে বিশেষে পিঞ্জর হয়। স্মৃতির পিঞ্জরে আবদ্ধ করে রাখা একবাক্স যৌবন নিয়ে কেশব পাড়ি দিয়েছিল অজানা উদ্দেশ্যে। সে-ই বা পিঞ্জর থেকে মুক্ত ছিল কবে! নিজের 'বিচ্ছিরি' চেহারার পাশে কিশোরীর 'অমন রূপ'! তাও, শুধুমাত্র রূপ হলেও চলত। এক দুর্বার আকর্ষণী শক্তি। সমস্ত পুরুষ মানুষের চোখই যেন কিশোরীতে আবদ্ধ। তবে কেশবের মনে এক প্রচ্ছন্ন গর্বও ছিল। এক আকর্ষণী 'স্ত্রী-ধন' তার রয়েছে, ঈর্ষণীয় বস্তু তো বটেই! কিন্তু মনের অবচেতনে গড়ে ওঠা হারিয়ে ফেলা ভয়, সেখান থেকেই সন্দেহ। এক আশঙ্কা আর ভয়ের জায়গা থেকেই অধিকারবোধের চেতনা গাঢ় হয়ে ওঠে। তাকে পিঞ্জরে আবদ্ধ করে রাখার এক অদম্য বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিশ্বাস বা ভালোবাসার ওপর আস্থা হারিয়ে এই মানুষটি নিজেই এক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যেতে থাকে। পেশায় ছোট দোকানদার এই মানুষটি আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পাঠ জানে না। তার কাছে স্ত্রী- ব্যক্তিগত সম্পত্তি। মৃত্যুর পরও কিশোরীর দেহকে তাই দাহ করেনি। অবশ্য দ্বিতীয়বার বিয়ের ক্ষেত্রে সে ভুল করেনি।" অন্নপূর্ণাকে বিয়ে করে কেশব প্রথম বুঝল সে কত নিশ্চিন্ত। কিশোরী তারই রইল, অন্নপূর্ণা তার হলই না। অন্নকে নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। পৃথিবীর লোভী চোখ থেকে তাকে বাঁচানোর কোনও দায় নেই কেশবের।"[৯] কারণ "অন্নপূর্ণা দেখতে খুব সাধারণ, বেঁটে ঢিলেঢালা গড়ন"[১০]ভালোবাসার জায়গা থেকে হারানোর ভয় এবং সন্দেহের বিষে জর্জরিত হয়ে দাম্পত্য সম্পর্কের সমাধি ঘটানো এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুজনিত বিচ্ছেদ – অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'পিঞ্জর' গভীর মনস্তাত্ত্বিক গল্প।

'হ্রদ' গল্পটিতে অবশ্য সুজিত আর অ্যানার বিয়ে হয়নি। তারা একসাথে থাকতো। তবে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা এই 'থাকা'কেও বিয়ের নাম দিয়ে দেয় অচিরেই। আমরাও দম্পতির দলেই তাদেরকে ঢুকিয়ে দেবো। এই অ্যানাকে সুজিত মেরে ফেলে, কারণ বিশেষ জানা যায় না। সুজিত যে তার ওপর শারীরিক অত্যাচার চালাতো, সে খবর অ্যানার বোন ফ্রিডা জানিয়েছে। এই গল্পে সেই মৃত্যু এবং অপরাধজনিত বিষয়টার থেকেও সুজিতের চরিত্রটি বেশি ফুটে উঠেছে। স্কুলে পড়াকালীন সময় থেকেই সুজিত ছাত্রমহলে বা বিশেষ করে ছাত্রীমহলে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। তার একমাত্র কারণ, তার দৈহিক সৌন্দর্য। তার মধ্যে এক উন্নাসিক ভাব, মারকুটে স্বভাব তখন থেকেই ছিল। তবুও তার বাহ্যিক আবরণ, তাকে প্রাধান্য দিত। শেষ পর্যন্ত সেই স্বভাবের বশেই খুনের মতো অপরাধ এবং গা-ঢাকা দেওয়া। অন্যদিকে কথক চরিত্রটি, যার নাম অতনু, তার মধ্যে একদ্বন্দ্ব কজ করেছে শৈশব থেকেই। সে

জানতো, সুজিতের সঙ্গে সে প্রতিযোগিতায় পারবে না, তবুও বেঁটে শরীর আর 'সাতপুরু শ্যাওলার মত' গায়ের রঙ নিয়ে হীনমন্যতা ছিলই। তবে সেই হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠেছে সে। শ্যামলাকে নিয়ে যে প্রতিযোগিতার আসর তৈরি হয়েছিল, সেখানে অতনু জিতে গেছে। শ্যামলা, এখন অতনু স্ত্রী। কিন্তু আঠারো বছর পর আবার যখন সুজিত তার জীবনে ফিরে আসছে, তখন তার মনে আশঙ্কার কোন ছায়া নেমে আসছে কি? গল্পের শুরু থেকেই তার বিবাহিত জীবন, সফল কেরিয়ারের প্রসঙ্গ, সুজিতের মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজের মহানুভবতার ভাবকে ঠাঁই দেওয়া – ইত্যাদি অংশগুলি কি তার অবচেতন মনের জটিলতাকে সন্দেহ মেশানো ভয়কে বাইরে আনে না? গল্পের শেষে সুজিতকে পুলিশের জিম্মায় তুলে দিয়ে অতনু কি নির্ভার হয় না! শেষ পর্যন্ত সেও ভাবতে বাধ্য হয় – "আমাদের কিছু নিজস্ব স্মৃতি আছে। সেগুলি ঘষে তুলে দিতে হবে। এক আততায়ী আমার আর শ্যামলার মাঝখানে কুঁজো, শীর্ণ দাঁড়িয়ে থাকবে, তা হয় না। আমরা কোনও চাঁদের রাতে অলীক হ্রদের কিনারায় পরস্পরের মধ্যে মিশে এক হয়ে যাব।"[১১]

সম্পর্কের মধ্যে যদি ফলের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়ে যায় তাহলে তা অচিরেই নিভে যেতে থাকে। আসলে একে অন্যের পাশে থাকাটাই সম্পর্ক, একে অন্যের ওপর বিশ্বাস রাখাটাই সম্পর্ক। 'নিস্ফলা' গল্পটি আসলে সেই বার্তাটাই দিতে চেয়েছে। এই গল্পের 'লোকটি' তার নিজস্ব সংকীর্ণতা নিয়ে গুটিয়ে গেলে তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেউই সম্পর্কের দায় কাঁধে তুলে নেয় নি। তাদের কাছে সম্পর্ক আসলে প্রয়োজনের সম্পর্ক। যেই মুহূর্তে লোকটি চাকরি ছেড়ে বাড়িতে সময় কাটাতে লাগল, যেই মুহূর্ত থেকে সে সংসারের কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল তখন থেকেই তার তৈরি করা সম্পর্কগুলো ফিকে হয়ে গেল। কিন্তু সেই লোকটির কাছে দাম্পত্য বা বাৎসল্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন লেনদেনের চাহিদা ছিল না। তাই তার মৃত্যুর পর যখন দেখা গেল আলমারিতে সমস্ত জামা-কাপড়, শাড়ি থরে থরে সাজানো রয়েছে, তখন তার সম্পর্কের প্রতি নিঃস্বার্থ দায়বদ্ধতার কথা জানা যায়। আসলে নিস্ফলা বলে পরিচিত মানুষটি সংসার জীবনে সম্পর্ক প্রতিপালনের ক্ষেত্রে মোটেই নিস্ফলা ছিল না।

৪

বিবাহ নামক একটা বন্ধন আর পরিবারতন্ত্রের অস্তিত্ব – এই নিয়েই দাম্পত্য সম্পর্কের অবতারণা। যেখানে পারস্পরিক প্রেম আর বিশ্বাসের আধার দিয়েই গড়ে ওঠে সম্পর্কের ওম। অনিতা অগ্নিহোত্রীর গল্পে আমরা দেখেছি, আধুনিক মানুষের মনের

অবচেতন স্তরে লুকিয়ে থাকা প্রবৃত্তিগুলো মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠে, কীভাবে একাকীত্বের কালো ছায়া তাদেরকে গ্রাস করে, কীভাবে মানুষে অন্তরে লুকিয়ে থাকা হিংস্র প্রবৃত্তি প্রাণনাশের নেশাকে জাগিয়ে তোলে। দাম্পত্য সম্পর্কের অভ্যন্তরে থাকা স্পর্শের ভিতর হিমশীতল বিচ্ছিন্নতা কোথাও বা হিংস্র আক্রমণ – অনিতা অগ্নিহোত্রীর এই গল্পগুলি দাম্পত্য সম্পর্কের জটিল আখ্যানকে তুলে ধরেছে। সমাজের বৃহত্তর জনগণের উপস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কের সূক্ষ্ম বুননের মেলবন্ধন – অনিতা অগ্নিহোত্রীর গল্পে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

তথ্যসূত্র :

১. জয় গোস্বামী, 'পাগলী তোমার সঙ্গে', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ১৯৯৪। পৃ. - ৫৩
২. অন্নদাশঙ্কর রায়, 'পারিবারিক নারী সমস্যা', 'শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ', কলকাতা, বাণীশিল্প, সেপ্টেম্বর ২০১১। পৃ. – ১৫৬-১৬০
৩. অনিতা অগ্নিহোত্রী, 'পঞ্চাশটি গল্প', কলকাতা, আনন্দ, জানুয়ারি ২০১৯। পৃ. - ১০২
৪. তদেব। পৃ. - ৭৫
৫. তদেব। পৃ. - ৮৫
৬. তদেব। পৃ. - ৮৫
৭. তদেব। পৃ. - ৯৩
৮. তদেব। পৃ. - ১০৪
৯. তদেব। পৃ. - ৭৩
১০. তদেব। পৃ. - ৬৮
১১. তদেব। পৃ. – ৮৯